"মিষ্টি বাচ্চারা - এ অতি উচ্চমার্গের পড়াশোনা, এতে মায়া রাবণই বিঘ্ন সৃষ্টি করে, এর থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখো"

*প্রশ্নঃ - তোমাদের সার্ভিস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে কবে ?

*উত্তরঃ - যখন তোমরা অর্থাৎ সেবাধারী বাচ্চারা পাকাপাকিভাবে নষ্টমোহ, যোগযুক্ত হবে তখন তোমাদের সার্ভিস বৃদ্ধি পাবে। তোমরা সকলের উদ্ধারের নিমিত্ত হয়ে যাবে। ২) যখন সম্পূর্ণ নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যাবে, বাবার প্রতিটি ডায়রেক্শনকে গুরুত্ব দেবে তখন সার্ভিসে সফলতা প্রাপ্ত হবে"

*গীতঃ- আমি একটি ছোট্ট বাচ্চা.....

ওম্ শান্তি । বাবা এসে ছোট-ছোট বাচ্চাদেরকেই বুঝিয়ে থাকেন। কেউ ছোট, কেউ মধ্যম, কেউ বড় হয়। বড় তাকেই বলা হয়ে থাকে যে জ্ঞানকে সঠিকভাবে বুঝতে এবং বোঝাতে পারে। যে বোঝাতে পারে না তাকেই ছোট বাচ্চা বলা হয়ে থাকে। ছোট বাচ্চা হলে তখন পদও ছোট হয়ে যায়, এ হলো বুঝবার মতন বিষয়। মানুষ জলে স্নান করে, কুম্ভ মেলা করে। এখন কুম্ভ অর্থাৎ সঙ্গম। সঙ্গমের মেলা তো হয়ই এক সর্ব-বৃহৎ মেলা, যাকে জ্ঞান-সাগর আর জ্ঞান-নদীর মেলা বলা হয়। জলের নদী তো অনেকই রয়েছে। তারাও সকলে সাগরেই পতিত হয়। কিন্তু তাদের (সঙ্গমস্থলে) এত মেলা হয় না, ব্রহ্মপুত্র নদী হলো বড় যা কলকাতার দিকে গিয়ে সাগরে মিলিত হয়। এমনিতে তো সরস্বতী, গঙ্গা ইত্যাদি অনেক নদীই রয়েছে, যেগুলি সাগরে যায়(মিলিত হয়)। নদী থেকে আবার জলাশয় ইত্যাদি তৈরী হয়। তাহলে বাচ্চারা জানে যে জ্ঞানসাগর হলেন একমাত্র শিববাবা। এই ব্রহ্মাও তাহলে জ্ঞান-নদীই হলেন। এঁনার আর জ্ঞানসাগরের মেলা। বাস্তবে একেই প্রকৃত কুম্ভ বলা হয়ে থাকে। সর্বাপেক্ষা বড় মেলা হলো এখানে জ্ঞানসাগরের কাছে আসা। এই ব্রহ্মপুত্র (ব্রহ্মা) হলেন সর্ব-বৃহৎ নদী। সর্বপ্রথমে ইনিই বহির্ভূত হয়েছেন। এঁনারই হলো সঙ্গম (বাবার সঙ্গে প্রথম মিলন)। (কলিযুগের) অন্তিমে গিয়ে মিলিত হয়েছেন, তাহলে প্রথমে ওঁনার থেকেই আবির্ভূত হয়েছেন। তাহলে জ্ঞানসাগরের থেকে প্রথম আবির্ভূত হন এই ব্রহ্মা। পুনরায় সত্যযুগে প্রথম স্থানেও ইনিই যান। সরস্বতী এবং ব্রহ্মার মেলা নয়, ব্রহ্মপুত্র আর সাগরের মেলা(মিলন)। মানুষ কুম্ভমেলায় যায়, সেখানে গিয়ে স্নান করে। অনেক নদীই তো মিলিত হয়। এখানে কত জ্ঞানগঙ্গারা এসে মিলিত হয়। বাবা অত্যন্ত ভালভাবে বুঝিয়েছেন। এই যে নদীতে রোজ স্নান করতে থাকে যারা, তাদের রক্ষা করবে কে ? বাবা বলেন, এ কোনো জ্ঞান-গঙ্গা নয়, এখানে তো কচ্ছপ-মৎস সকলেই স্নান করে। যারা রোজ স্নান করতে যায় তাদের বোঝানো উচিত যে তোমরা এ'সব করতে-করতে কাঙ্গাল হয়ে গেছো, তীর্থে গিয়ে মানুষ প্রচুর খরচ করে। এখানে খরচের কোনো কথা নেই। যখন আমি আসি তখন এসে সকলের সদ্গতি করি। জ্ঞান প্রদান করি। কোন্ জ্ঞান ? মন্মনাভব। আমাকে স্মরণ করো তাহলে যোগের অগ্নির দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা পবিত্র হবে। যোগের দ্বারাই তোমরা পবিত্র হতে পারো, জলে স্নান করে নয়। বাস্তবে এ হলো জ্ঞান স্নান। ওগুলি হলো জলের নদী, এগুলি হলো জ্ঞানের নদী, এখানে কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। একে স্নানও বলা যাবে না। এ তো বাবা মত (শ্রীমৎ) দেন। জ্ঞানের দ্বারাই সদ্গতি হয়। তোমরা ২১ জন্মের জন্য সদ্গতিতে গিয়ে পুনরায় দুর্গতিতে আসো। সতোপ্রধান থেকে সতঃ, রজঃ, তমঃ-তে অবশ্যই আসতে হবে। এ'সমস্ত কথা তোমরা বাচ্চারাই বোঝ আর এখানে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য বাচ্চারাই আসে, আর নতুন কেউ তো আসতে পারে না।

বাবা বলেন -- আমিই বাচ্চাদের সামনে আসি। ইনি হলেন গুপ্ত মাতা। বাচ্চারা, তোমরা কাউকে দিয়ে যখন প্রদর্শনী, মেলার উদ্বোধন করাও তখন তাকে কিছুটা বুঝিয়ে তারপর করানো উচিত। এমন যেন না হয় যে কিছু উল্টো-পাল্টা বলে দেয়। সেবার বৃদ্ধির জন্য বাধ্য হয়ে করতে হয় । কিছু বুঝলে তখন বলতে পারবে -- এই সংস্থা অত্যন্ত ভাল, মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করে। কিন্তু এত কিছু বোঝায় না, না কারোর বুদ্ধিতে বসে। যাদের-যাদের দ্বারা উদ্বোধন করিয়েছো, তারা কোনো কথা বোঝেনি। কারোরই নিশ্চয় হয়নি, এত যে এসেছে তাদের মধ্যেও কাউকে বলা হবে আধা(সেমি) নিশ্চয় হয়েছে যে আবার এসে কিছু না কিছু বোঝার প্রচেষ্টা করবে। হাজারে-হাজারে বোঝার জন্য আসে, কিন্তু তার মধ্যে থেকে ৫-৭ জন বেরোলে বলা হয় কোটি-কোটির মধ্যে কেউ। যখন কোনো প্রদর্শনী মেলা ইত্যাদি করা হয় তখন ৫-৬ জন বেরিয়ে আসে। তা নাহলে মুশকিলই কখনও কেউ আসে। বেশিরভাগই পুরোনোরাই আসতে থাকে। তাতেও কারোর নিশ্চয় অর্ধেক, কারোর চারভাগের একভাগ, কারোর ১০ শতাংশ। বাস্তবে স্কুলে সম্পূর্ণ নিশ্চয় ব্যতীত তো কেউ বসতে পারে না। নিশ্চয় হলে তখন বুঝবে, ব্যারিস্টার হতে হলে তখন পরীক্ষায় অবশ্যই পাশ করতে হবে। এখানে তো

সংশয়বুদ্ধিসম্পন্নরাও বসে পড়ে। মনে করে ধীরে-ধীরে নিশ্চয় হয়ে যাবে যে মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যায়। এখানে নিশ্চয় হওয়ার জন্য বসে। পুনরায় চলতে-চলতে ভেঙ্গেও পড়ে। পড়তে-পড়তে ৪-৫ বছর পরে আবার সংশয় এসে যায় তখন বেরিয়ে যায়। এ হলো অতি উচ্চমার্গের পঠন-পাঠন আর এতে মায়া রাবণ বিঘ্ন ঘটায়। মায়া বুঝতে দেয় না। মায়া বাচ্চাদের পড়াশোনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এই স্কুল অতি আশ্চর্যের। দিলওয়াড়া মন্দিরের মতো কত সুন্দর স্মারক নির্মিত হয়েছে, ওইটি হলো জড় মন্দির, যারা স্বর্গ স্থাপনের নিমিত্ত হয়ে চলে গেছে - জগদম্বা, জগৎ-পিতা আর তাঁদের সন্তানেরা, তাঁদেরই জড় স্মারক(মূর্তি) নির্মিত হয়। যেমন শিবাজী ইত্যাদিরা সকলেই চৈতন্যে ছিলেন, এখন তাদের জড় স্মারক রয়ে গেছে। এখন জগদম্বা আর জগৎ-পিতা চৈতন্যে (সাকারে) এসেছেন। ৫ হাজার বছর পর পুনরায় সেই ভূমিকাই পালন করবেন যারজন্য তাঁদের চিত্র বেরোবে। প্রথমে তো অবশ্যই চিত্র ছিল না। এ'সকল চিত্র ইত্যাদি ধ্বংস হয়ে যাবে তারপর প্রথম চিত্র নির্মাণ শুরু হবে। স্মারকও তো সর্বপ্রথমে শিববাবারই নির্মিত হবে তারপর ওঁনার পর ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের, তারপর তোমরা যারা এখন সেবা করছো তাদেরও বেরোবে। সকলেই পতিত-পাবনকে স্মরণ করে -- কিন্তু বোঝে না যে আমরা পতিত। বাস্তবে সত্যিকারের জ্ঞান এ'টাই যার দ্বারা সদ্গতি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান তো গুরুর দ্বারা প্রাপ্ত হয়। জলের নদী কি কোনো গুরু হয় নাকি! এ'সমস্ত হলো অন্ধশ্রদ্ধা। অক্যুপেশন(পেশা) জানা ব্যতীত কিছুই পেতে পারো না। এমন নয় যে দর্শন করলেই..... এ'সমস্ত হলো অর্থহীন। দর্শনের কোনো কথাই নেই। বাবার এর জন্য নতুনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে, কারণ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আওয়াজ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেবে। কিন্তু দেখা গেছে বড়লোকেরা আওয়াজ করতে পারে না। গরীবরা করতে পারে। হ্যাঁ, কেউ জ্ঞানধনেও ধনবান হয়ে গেলে সে আওয়াজ করতে পারে। এই জলের নদীতে তো স্নান করেই চলেছো। এই গঙ্গা-স্নানে সদ্গতি প্রাপ্ত হতে পারে না। পতিত-পাবন সদ্গতিদাতা তো হলেন একমাত্র বাবা-ই, উনি এসে সকলের সদ্গতি করেন। বাবা বলেন, সদ্গতি তো এক সেকেন্ডে পাওয়া যেতে পারে। শ্রীমৎ বলে -- আমাকে স্মরণ করো তবেই অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। একে যোগ অগ্নি বলা হয়ে থাকে। এই চক্রকে স্মরণ করলেই তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে বাবার কাছে। প্রতি কল্পে বাবা একবারই এসে সদ্গতি প্রদান করেন। উনি হলেন সকলের সদ্গতিদাতা। তোমরা কারোর সদ্গতি করতে পারো না। তাহলে শিববাবার থেকেই এই সত্যিকারের জ্ঞান-গঙ্গারা নির্গত হয়েছে। শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা। ওরা আবার জলের গঙ্গা(নদী) মনে করে নিয়েছে। ওদের বোঝানো উচিত। তোমরা যোগযুক্ত হলে তখন সার্ভিসও করতে পারবে। নষ্টমোহ, ভাল যোগিনী যে হবে, সে সম্পূর্ণ সেবা করতে পারবে। ভবিষ্যতে তোমাদের অনেক সেবা হবে। সাধু ইত্যাদিদেরও তোমাদেরই উদ্ধার করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে - সদ্গতিদাতা হলেন একজনই। তিনিই বলেন - এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো তবেই আমার কাছে চলে আসবে। মুক্তি এক সেকেন্ডে পাওয়া যায়। মুক্তির পর জীবনমুক্তি তো আছেই। এ অতি বুঝবার মতন বিষয়। এইরকমও নয় যে সকলের একই রকমের ধারণা হবে। পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে ধারণা হয়। পয়েন্টস্ অতি ভাল-ভাল আছে। পয়েন্টস্ ধারণ করলেও নেশা চড়বে। বাবা অত্যন্ত সহজ অপেক্ষাও সহজ নিয়ম বলেন, তবুও কেউ-কেউ লেখে, বাবা কৃপা করো। বাবা শক্তি দাও। তখন বাবা বুঝে যান যে এ হলো ভক্তবুদ্ধির। ভক্ত তো অনেক আছে আর সকলেই গায় -- পতিত-পাবন এসো। স্মরণ সকলেই করে, বলে যে ও গডফাদার! কিন্তু বোঝে না, তাহলে ক্ষমা, কৃপা আর পাবে কিভাবে ? বাস্তবে ত্রিমূর্তি হলো এইটি। উপরে শিববাবা তারপর ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা তো এখানে উপস্থিত রয়েছেই, স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই বলে আমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। তাহলে দু'জনে ভাই-বোন হয়ে গেল। তোমরাও প্রজাপিতার সন্তান ছিলে, কিন্তু এখন নও। তোমরা জানো না। গায়নও করে যে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করেন তাহলে প্রথমে অবশ্যই ব্রাহ্মণ ধর্ম আসবে। যখন সৃষ্টি রচনা করা হয় ব্রহ্মাকুমার-কুমারীও তখনই হয়। তখন সেই ধর্মের স্থাপনা হবে আর অনেক ধর্মের বিনাশ হয়ে যাবে। এইসময় তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী তারপর হবে দেবকুমার-দেবকুমারী। তারপর কখনো বিষ্ণু কুমার তারপর যেমন যেমন জন্ম নেবে সেই অনুসারে হতে থাকবে। তোমরা এখন হলে ঈশ্বরীয় কুমার তারপর দেবকুমার....। দেখো, পরে নামও কেমন-কেমন রাখে -- বসরমল, বেগুনমল ইত্যাদি। সত্যযুগে এই ধরণের নাম হয় না। এখন বাবা তোমাদের কত রমনীয় নাম পাঠিয়েছেন। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বাবার ডায়রেক্শনের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তোমাদের সওদাগরীও (ব্যবসা) এখন অনন্ত জগতের। সওদা বড় হলে পদও বড় (উচ্চ) প্রাপ্ত হবে - ২১ জন্মের জন্য। অধিকতর গরীব অবলারাই ভাল উত্তরাধিকার পায়। ধনবান পায় না। যদিও ধনবানেদের মধ্যে স্ত্রী-রা কিছু পায়। পুরুষদের তো পয়সার উপরে মোহ থাকে। আমার-আমার করতে থাকে। কিন্তু বাবার উত্তরাধিকারী তো বাচ্চারাই হয়। এখানে বাবা বলেন - পুরুষ অথবা নারী দু'জনেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে। দেখা যায় -- মাতা'রা অধিক উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে, সেইজন্য শক্তি নামের গায়ন করা হয়। কন্যারা, মাতা'রা ভাল পদ প্রাপ্ত করে সেইজন্য বাবাকে কানুও (কানহাইয়া) বলা হয়ে থাকে।

এই দিলওয়াড়া মন্দির হলো সম্পূর্ণ তোমাদেরই স্মারকচিহ্ন। অন্যদেরকে বোঝালে নেশাও খুব চড়তে থাকবে। তীর্থ স্থান গুলিতে আরোই বেশি সার্ভিস হতে পারে। এখন তো অনেক পয়েন্টস্ পাওয়া গেছে। সদ্গতি তো জ্ঞানের সাগরের দ্বারাই হবে, জলের দ্বারা নয়। গীতার ভগবানই হলেন সদ্গতিদাতা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) জ্ঞান-ধনে ধনবান হয়ে বাবার নাম মহিমান্বিত করার সেবা করতে হবে। সম্পূর্ণ নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। কোনও কথায় সংশয় এনো না।

২) বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য "আমার-আমার" এর এই যে মোহ রয়েছে তাকে ত্যাগ করতে হবে। লৌকিক উত্তরাধিকারের নেশা রাখা উচিত নয়।

বরদানঃ- আশীর্বাদের রকেটের দ্বারা তীব্রগতিতে উড়তে থাকা বিঘ্ন প্রুফ ভব

মাতা-পিতা এবং সকলের সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসে আশীর্বাদের খাজানার দ্বারা নিজেকে সম্পন্ন করো, তাহলে কখনোই পুরুষার্থে পরিশ্রম করতে হবে না। সায়েন্সের ক্ষেত্রে যেমন সবচেয়ে তীব্রগতি রকেটের হয়, তেমনই সঙ্গমযুগে সর্বাপেক্ষা তীব্রগতিতে উড়ে এগিয়ে যাওয়ার যন্ত্র অথবা তার থেকেও শ্রেষ্ঠ রকেট হলো "সকলের আশীর্বাদ", যাকে কোনও বিঘ্ন এতটুকুও স্পর্শ করতে পারে না, এর দ্বারাই বিঘ্ন-প্রুফ হয়ে যাবে, যুদ্ধ করতে হবে না।

স্লোগানঃ- পরোপকারের ভাবনার দ্বারা সম্পন্ন হওয়াই হলো শ্রেষ্ঠত্বের আধার।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent

6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;